প্রথম আলো

স্বপ্ননিয়ে

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

তিনটি পুরস্কারই বাংলাদেশের!

তৌশিকুর রহমান | আপডেট: ০০:০২, **জানুয়ারি ০৮, ২০১৭** | প্রিন্ট সংস্করণ

গত ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের বিজয়ের দিনে ভারতের মুম্বাইয়ে রচিত হলো আরও একটি বিজয়গাথা। মুম্বাইয়ের ‘আদিত্য কলেজ অব আর্কিটেকচার (এসিএ) চতুর্থ আন্তর্জাতিক ডিজাইন প্রতিযোগিতা’র গ্লোবাল ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—তিনটি পুরস্কারই এসেছে বাংলাদেশের ঝুলিতে। প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের একটি দল, দ্বিতীয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ও

তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের স্থাপত্য বিভাগের একদল শিক্ষার্থী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—তিন দলই সনদ ছাড়াও 'প্রাইজমানি' হিসেবে পেয়েছেন যথাক্রমে ১ লাখ, ৭৫ হাজার ও ৫০ হাজার রুপি।
এসিএ ইন্টারন্যাশনাল ডিজাইন কম্পিটিশন সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া যাক। ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে টানা চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এই প্রতিযোগিতা। আয়োজক মুম্বাইয়ের আদিত্য কলেজ অব আর্কিটেকচার। মূলত দুই ক্যাটাগরিতে নকশা আহ্বান করা হয় শিক্ষার্থীদের কাছে। একটি হলো গ্লোবাল ক্যাটাগরি, যেখানে বিশ্বের তাবৎ দেশের স্থাপত্যের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারেন। অন্যটি ন্যাশনাল ক্যাটাগরি, যা শুধু ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য। গ্লোবাল ক্যাটাগরিতে প্রথম তিনটি পুরস্কার ছাড়াও দেওয়া হয় সাইটেশন বা বিশেষ স্বীকৃতি। এ বছর বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে ভারত, স্পেন ও শ্রীলঙ্কার পাঁচটি দল। এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল 'আর্কিটেকচার অব বাউন্ডারিজ'।

প্রতিযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত কথা হলো প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত বুয়েট দলের সঙ্গে। এই দলের সদস্যরা হলেন আতিয়া নুসরাত, শারমিন সুলতানা, তাসনীম ওয়াহেদ ও মেহরী ফারনাজ। সবাই বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। ঊর্মি বলছিলেন, 'গত বছর আগস্টের দিকে প্রথম সাবমিশন আহ্বান করা হয়েছিল। ৫০০ শব্দের মধ্যে আমরা আমাদের প্রকল্পের বিস্তারিত লিখে পাঠিয়েছি। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ড্রয়িং পাঠাতে হয়েছিল।' জানালেন, এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ২৫টি দেশের শিক্ষার্থীদের তিন শর বেশি প্রকল্প জমা পড়েছিল। সেখান থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয় প্রায় দেড় শ প্রকল্প। সেগুলো থেকেই হয়েছে চূড়ান্ত বিচারকার্য।

কী ছিল আতিয়াদের প্রকল্পে? দলের আরেক সদস্য তাসনীম ওয়াহেদ বললেন, 'আমাদের প্রকল্পের নাম ছিল "রিইন্টিগ্রেটিং সেন্ট্রাল জেল"। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের পর যে জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানে সরকারের প্রস্তাবনা মাথায় রেখে আমরা একটা নকশা করেছিলাম।'

শাবিপ্রবির শোভন শাহরিয়ার পেয়েছেন দ্বিতীয় পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় তাঁর দেওয়া প্রস্তাবনা সম্পর্কে বললেন, 'আমার প্রোজেক্টের সাইট হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার আলেপ্পো শহরকে। প্রকল্প অনুযায়ী, আলেপ্পো শহরের ধ্বংসাবশেষের যে নিদর্শন আছে, সেই উপাদানগুলোই বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর আঁকিবুঁকির মাধ্যমে, গায়ক-গায়িকার গানের মাধ্যমে কিংবা দার্শনিকদের দর্শনশক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত হবে। জায়গাটা ধ্বংসাবশেষ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় এক স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে।'

ওদিকে তৃতীয় পুরস্কার এসেছে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের স্থাপত্য বিভাগের চতুর্থ বর্ষের পাঁচ শিক্ষার্থী কাজী মো. আতিকুল ইসলাম, রাজিব কুমার সাহা, অন্তরা তালুকদার, প্রতীতি ইকবাল ও মো. জাহিদুল ইসলামের হাত ধরে। মুঠোফোনে কথা হলো দলের সদস্য অন্তরার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আমাদের প্রোজেক্টের ট্যাগলাইন ছিল, আ প্রেয়ার দ্যাট হ্যাজ নো রিলিজিওন।' তিনি ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, 'আমরা এমন একটি স্থাপনার কথা চিন্তা করেছিলাম যেখানে সব ধর্মের, সব বর্ণের এবং সব জাতের মানুষের চলাফেরা থাকবে। কারও মাথায় যাতে এই চিন্তা না থাকে যে এই স্থান তার জন্য নয়।'

http://www.prothom-alo.com/education/article/1054721/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0

প্রথম আলো

স্বপ্ননিয়ে

এ বছরের জন্য তৈরি তো?

সাহিব নিহাল | আপডেট: ০০:০১, **জানুয়ারি ০৮, ২০১৭** | প্রিন্ট সংস্করণ

The Photo was taken by PRD at ICPC 2016

স্রেফ পাঠ্যবইয়ে মুখ গুঁজে থেকে যে ভালো ক্যারিয়ার গড়াটা কঠিন, সেটা অনেক শিক্ষার্থীই বুঝে ফেলেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাঁরা অভিজ্ঞতার ঝুলিটা ভারী করছেন। পাশাপাশি যোগ্যতার একটা পরীক্ষাও হয়ে যাচ্ছে। গত বছর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান মন্দ ছিল না। বিতর্ক থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং, রোবোটিকস কিংবা নতুন ব্যবসায়িক ভাবনাসংক্রান্ত প্রতিযোগিতা—সব ক্ষেত্রেই ছিল আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সরব উপস্থিতি। এ বছর সামনে কী কী বড় প্রতিযোগিতা আসছে? শিক্ষার্থীরাই বা কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন? সে খবর নিতেই আমরা কথা বলেছিলাম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা 'এসিএম-আইসিপিসি'। রুয়েটের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী প্রীতম কুমার পাল বলছিলেন, 'এটা অনেক বড় প্রতিযোগিতা। ক্রিকেট-ফুটবলের বিশ্বকাপের মতো। বিভিন্ন দেশে প্রথমে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা হয়। সেখান থেকে বিজয়ী কয়েকটা দল যায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। মে মাসে এ বছরের "ওয়ার্ল্ড ফাইনাল" অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।' বাংলাদেশে এসিএম-আইসিপিসির আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা গত বছরই শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল শীর্ষ দুটি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি দল। এখন তারা চূড়ান্ত পর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ ছাড়া গুগলের 'কোড জ্যাম' আর ফেসবুকের 'হ্যাকার কাপ' বেশ বড় পরিসরের দুটো প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। কোড জ্যামের নাম নিবন্ধন শুরু হবে আগামী ৭ মার্চ।

এশিয়ার অন্যতম বড় প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা উৎসব 'টেককৃতি'। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) আয়োজিত এ উৎসবে রোবোটিকস, ইলেকট্রনিকস, বিজনেস, ডিজাইন, কোডিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অংশগ্রহণ করে কোনো না কোনো দল। এ প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কারও এসেছে বাংলাদেশের ঝুলিতে। এ বছর টেককৃতির উৎসব চলবে আগামী ২৩ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। রোবোটিকস কম্পিটিশন প্রসঙ্গে 'ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ' (ইউআরসি)-এর কথাও বলতেই হয়। এ প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতের 'রোভার' বানানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ইউটাহর মরুভূমিতে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন রোবটগুলো ভবিষ্যতে নভোচারীদের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহে কাজ করবে। এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে জুন মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত।

বিতার্কিকদের জন্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে 'ডব্লিউইউডিসি' বা 'ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে। ১৯৮২ সাল থেকে প্রতিবছর একেকটি দেশে এ প্রতিযোগিতার আসর বসে। ২০১৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর শুরু হয়ে এ বছরের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি আসর শেষ হয়েছে। আগামী বছরের সূচি এখনো প্রকাশ করা না হলেও ২০১৭ সালের শেষ ভাগেই হবে বলে দেশের বিতার্কিকেরা জানালেন। ওদিকে ভারতের ও পি জিন্দাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে। গত বছর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সে উৎসবে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দুটো পুরস্কারই পেয়েছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। এ বছরের তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

'বিজনেস কম্পিটিশন' জগতের বড় নাম বিজমায়েস্ত্রো। ইউনিলিভার আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় মূল আসর—ফিউচার লিডারস লিগে গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। এ বছরও একটি দল মূলপর্বে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরও একটি বড় বিজনেস কম্পিটিশন—ব্র্যান্ডউইটজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) এই প্রতিযোগিতার আয়োজক। 'এ বছরের ব্র্যান্ডউইটজে আমাদের দল ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছে।' বললেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর শিক্ষার্থী হোসনে মদীনা। ফাইনালের

দিনক্ষণ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। সেখানে ভালো কিছু করার আশা করছেন তিনি। গত নভেম্বরে শুরু হয়েছিল এ আয়োজন। এ বছরের শেষ দিকে ব্র্যান্ডউইটজের আরেকটি আসর বসবে।

এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে থাকবে নানা প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীরা, তৈরি হচ্ছেন তো?

http://www.prothom-alo.com/education/article/1054707/%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%BE